81621 - শনবিারে রোযা রাখার বধিান

প্রশ্ন

রমজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে শনবিারে রোযা রাখার বধিান কী? আর যদি সইে দনিটা আরাফার দনিে পড়ে তাহলে করণীয় কী

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শুধুমাত্র শনবিারে রোযা রাখা মাকরূহ। কারণ তরিমযিী (৭৪৪), আবু দাউদ (২৪২১) ও ইবনে মাজাহ (১৭২৬) সংকলন করছেনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর থকেে; তনিি তার বোন থকেে, তনিি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে, তনিি বলনে: "তোমেরা ফরয রোযা ছাড়া শনবিারে রোযা রখেো না। তোমোদরে কউে যদি ঐ দনি আঙুররে ছাল বা গাছরে ডাল ছাড়া অন্য খাবার নাও পায় তাহলে সে যনে তাই চবিয়িে খায়।"[শাইখ আলবানী হাদীসটকিে 'ইরওয়া'তে (৯৬০) সহীহ বলছেনে] আবু ঈসা তরিমযিী বলনে: হাদীসটি হাসান। এখানে মাকরুহ দ্বারা উদ্দশ্যে হলো— বশিষেভাবে শনবিারে রোযা রাখা। কারণ ইহুদীরা শনবিারকে সবশিষে সম্মান কর।ে"[সমাপ্ত]

'আঙুররে ছাল' দ্বারা উদ্দশ্যে আঙুররে উপরভিাগে যে আবরণ থাকে।

'সে যনে তাই চবিয়িে খায়' কথাটার মাধ্যমে রোযা ভাঙার বষিয়ে জোর দওেয়া হয়ছে।ে

ইবনে কুদামা রাহমিাহুল্লাহ 'আল-মুগনী' (৩/৫২)-তে বলছেনে: "আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: কবেল শনবিার রোযা রাখা মাকরূহ। ... আলাদাভাবে শুধু সইে দনিে রোযা রাখা মাকরূহ। এর সাথে অন্য দনি মলিয়িে রোযা রাখলে মাকরূহ হবে না। এর দলীল আবু হুরাইরা ও জুয়াইরয়িার হাদীস। তবে কোনো মানুষরে রোযার অভ্যাসরে সাথে যদি শনবিার মলিে যায় তাহলে মাকরূহ হবে না।"[সমাপ্ত]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস বলতে উদ্দশ্যে বুখারী (১৯৮৫) ও মুসলমিে (১১৪৪) বর্ণতি হাদীস। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে:ি "তোমোদরে কউে যনে জুমার দনি রোযা না রাখে। কন্তিু যদি জুমার দনিরে আগে বা পরে একদনি রোযা রাখে তাহলে জুমার দনি রোযা রাখতে পার।ে"

জুয়াইরয়িার হাদীস হলো: বুখারী (১৯৮৬) বর্ণনা করনে, জুয়াইরয়িা বনিতুল হারসে রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দনিে যখন তাঁর নকিট প্রবশে করছেনে তখন তনিি

রোযাদার ছলিনে। তনিি তাকে জজ্ঞিাসা করলনে: "তুমি কি গতকাল রোযা রখেছেলি?" জুয়াইরয়িা বললনে:"না।" নবীজী জজ্ঞিাসা করলনে: "তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখতে চাও?" তনিি বললনে: "না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "তাহলে রোযা ভঙ্গে ফলো।"

এই হাদীস এবং এর আগরে হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে রমজান ছাড়াও অন্যান্য সময়ে কউে যদি জুমার দনি রোযা রাখে তাহলে তার জন্য শনবিার রোযা রাখা জায়যে।

বুখারী ও মুসলমিে বশিুদ্ধ সূত্রে বর্ণতি হয়ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আল্লাহর কাছে সর্বাধকি পছন্দনীয় রোযা হল— দাউদরে রোযা। তনিি একদনি রোযা রাখতনে এবং অন্যদনি রোযা ছাড়তনে।"

এভাবে রোযা রাখলে তার কোন কোন রোযা অবশ্যই শনবিারে পড়বে। এর থকেে বুঝা যায় যে আরাফা বা আশুরার দনিরে অভ্যাসগত রোযা যদি শনবিারে পড়ে তাহলে সে দনি এককভাবে রোযা রাখতে কোনো আপত্তি নইে।

হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' বইয়ে উল্লখে করছেনে: কারো যদি আরাফার মত নর্দিষ্টি কোন দনিে রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং আরাফার দনি যদি শুক্রবারে পড়ে তাহলে জুমার দনিরে রোযা রাখার নষিধোজ্ঞা থকেে সটো ব্যতক্রিম হবে। অনুরূপ কথা শনবিাররে ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য। ইতঃপূর্বে এ বষিয়ে ইবনে কুদামার বক্তব্য উল্লখে করা হয়ছে।ে

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "শনবিারে রোযা রাখার কয়কেটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ফরয রোযার ক্ষত্রেে। যমেন: রমযানরে ফরয রোযা কংিবা কাযা রোযা পালন। যমেন: কাফ্ফারার রোযা পালন। যমেন: তামাত্তু হজ্জরে হাদীর পরবির্তে রোযা রাখা ইত্যাদি। এমন রোযা রাখতে সমস্যা নইে, যতক্ষণ না রোযাদার ব্যক্তি এই দনিরে বশিষে মর্যাদায় বশি্বাস করে।

দ্বতিীয় অবস্থা: এর আগে জুমার দনি রোযা রাখা— এতওে সমস্যা নইে। কারণ উম্মাহাতুল মুমনিীনরে একজন জুমার দনি রোযা রাখলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেলিনে: "তুমি কি গতকাল রোযা রখেছেলি?" তনিি উত্তর দয়িছেলিনে: "না।" তনিি জজ্ঞিাসা করছেলিনে: "তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখব?" তনিি উত্তর দয়িছেলিনে: "না।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলনে: "তাহলে তুমি রোযা ভঙেে ফলো।" তনিি যহেতেু 'আগামীকাল কি রোযা রাখব?' জজ্ঞিাসা করছেলিনে সহেতেু প্রমাণতি হল যে জুমার দনিরে সাথে মলিয়িে (শনবিার) রোযা রাখা জায়যে।

তৃতীয় অবস্থা: শনবিার কাকতালীয়ভাবে এমন দনিে পড়ে যাওয়া যদেনি রোযা রাখা মুস্তাহাব। যমেন: আইয়ামে বীয, আরাফার দনি, আশুরার দনি, যে ব্যক্তি রমজানরে রোযা পূরণ করছে তার জন্য শাওয়ালরে ছয়দনি, যলিহজ্জ মাসরে নয় দনি। এমনটা হলওে সমস্যা নইে। কারণ সে শনবিাররে কারণে রোযা রাখনে।ি বরং ঐ দনিে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার কারণে সে রোযা রখেছে।ে

চতুর্থ অবস্থা: ব্যক্তির অভ্যাসের সাথে মিলে যাওয়া। যেমন: কোনো ব্যক্তির যদি অভ্যাস হয় একদিন রোযা রাখা, অন্যদিন রোযা না-রাখা। এভাবে তার রোযা রাখার দিন যদি শনিবারে পড়ে যায় তাহলে এতে সমস্যা নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখতে নিষেধ করলেও ব্যতিক্রম হিসেবে বলেন: "তবে যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে এ সময়ে রোযা রাখায় অভ্যস্ত সে যেন রোযা রাখে।" এটাও ওটার অনুরূপ।

পঞ্চম অবস্থা: কেবল এই দিনে বিশেষভাবে নফল রোযা রাখা। এটাই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে; যদি এ নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদিসটি সহিহ হয়।"[মাজমু ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলশি শাইখ ইবনে উছাইমীন: (২০/৫৭)]

একদল আলেম শনিবারে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদিস 'দুর্বল' হওয়ার অভিমত পোষণ করেন এবং তারা হাদিসটিকে 'মুনকার' ও 'শাজ' বলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম মালিক, আহমাদ, যুহরী, আওযাঈ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে হাজার ও অন্যান্য।

এ হাদিসটি দুর্বল হওয়ার এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন ইবনে বায ও ইবনে উছাইমীন এবং ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ।

যদি হাদিসটি সাব্যস্ত না হয় তাহলে শনিবারে রোযা রাখা সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই।

দেখুন: আত-তালখিস আল-হাবীর (২/২১৬), তাহযীবুস সুনান (৭/৬৭), ইবনে মুফলিহের রচিত আল-ফুরু (৩/৯২), মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৫/৪১১), ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (১০/৩৯৬) ও মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১০/৩৫)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।